Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৬শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 12th Aug. 1959 { ১৩শ সংখ্যা

লিভার ও পেটের পীড়ায়

কুমারেশ

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

"সত্যমেব জয়তে"

স্বাধীন ভারত সরকার তাঁহাদের পত্রাদির শিরোভাগে ব্যবহার করার জন্য উল্লিখিত সংস্কৃত বাক্যটিকে আদর্শ বাক্য (Motto) রূপে ব্যবহার করিয়া সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ঘোষণা করিয়া সত্য-প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তবুও মহাত্মা কবি তুলসীদাস রচিত দুই একটি দোঁহা আবৃত্তি করিয়া হিন্দী ভাষাভাষী কেহ কেহ বলেন কলি যুগ প্রভাবে সত্যের লাঞ্ছনা উদাহরণ দিয়া ব্যক্ত করেন—

সাচ কহে তো মারে লাট্‌ঠা
ঝুটি জগৎ ভুলায়
গোরস গলি গলি ফিরে
সুরা বৈঠল্ বিকায়।
চোরকো ছোড়ে সাধকো বাঁধে
পথিককো লাগাওয়ে ফাঁসি
ধন্য কলি যুগ তেরী তামাসা
দুখ লাগে ঔর হাঁসি।

বঙ্গানুবাদ—সত্য বলিলে লাঠির আঘাত দেয়, মিথ্যা কথায় জগৎ ভুলে থাকে। গোদুগ্ধ-বিক্রেতা গলি গলি ফিরিতেছে, কিন্তু মদওয়ালা বসিয়া বসিয়া মদ্য বিক্রয় করিতেছে। চোর চুরি করিয়া খালাস পায়, নির্দ্দোষ পথিককে ফাঁসি-কাঠে ঝুলিতে হয়। এই সব দেখিয়া কবি বলিতেছেন—রে কলি যুগ! ধন্য তোর তামাসা দেখিলে দুঃখও হয় হাসিও আসে।

ট্রেণে রাজনীতি, বাস-ট্রামে ভোট ভোট, চায়ের দোকানে খাদ্যনীতি ইত্যাদি শোনা যায় খুব, ট্রেণে দুইজনে একজন সত্যের পক্ষে আর একজন কলি যুগ প্রভাবের পক্ষ সমর্থন করিয়া বাদানুবাদ চলিতেছে। বসে বসে সময় কাটে না তখন অনেক দূর হইতে আগত রেলযাত্রী এবং বর্দ্ধমান পেরিয়ে T. C. D. P. র দল জুটিয়া বেশ তর্কাতর্কি চলে। T. C. D. P. বোধ হয় অনেকে বুঝিলেন না আমিও একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা ক'রে তবে ওর মানে বুঝেছি কথাটা হচ্ছে থার্ড ক্লাস ডেলি প্যাসেঞ্জারের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। সত্যি সত্যি অরসিক ব্যক্তি তাঁর নামের সংক্ষিপ্ত T. C. D. P. শুনিলে ক্ষিপ্ত না হন তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট ক্ষমা চাইতেছি।

এই T. C. D. P. দের মধ্যে খুব সুরসিক লোক আছেন, তাঁদেরই মধ্যে আগে যাঁরা দুই বেঞ্চের মধ্যে টান করে চাদর দিয়ে তার উপর বসে মাঝখানে তাস ফেলিয়া খেলা করিতেন এখন কেউ কেউ বই নিয়ে এসে তাই পড়েন। যখন রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ হয় তখন তাস বা বই চলে না। দু'জনে কথা কাটাকাটি হয় তখন সমস্ত কামরাশুদ্ধ লোক তা উপভোগ করেন।

আজ যিনি "সত্য" পক্ষে সমর্থক তিনি বললেন দেখ একটা কথা বলি—চৌদিকে সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত রাজভবনে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা ধরে নিন রাজা ও মন্ত্রী প্রত্যহ যা পথ্যরূপে গলাধঃকরণ করেন, তা চিল কাকে দেখতে পায় না। তবে সেই পথ্য নেপথ্যে সংবাদ পত্রে প্রকাশ ক'রে সত্যের জয় ঘোষণা করে সাংবাদিকগণ। তাঁরা জ্যোতিষিদ নন। আর যদি 'আন্দাজীকাই' করে পাঠকদের কাছে বাহবা নেন। তা হতে পারে না। পান থেকে চুণ খসলে 'প্রেসনোট' বেরুত প্রতিবাদ না ক'রে রাজশক্তি চুপ ক'রে সইতো না। সত্য প্রকাশ হবেই।

রাজভবনের, মন্ত্রীভবনের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ আমাদের মত মাস মাইনে পান। মা ভোটেশ্বরীর জন্য নির্ব্বাচন পর্ব্বে নিজের তবিল হ'তে পূজোর ব্যবস্থা করে তবে ভোট সংগ্রহ ক'রে সিংহাসনে বসতে হয়। এঁদের মধ্যে যিনি অনেক দিন আছেন তিনি এই যে মৌরসী মোকররী পদ কায়েম করেছেন। টাকা খরচ করতে হয়। সভার মাঝে নিজের কৈফিয়ৎ দিতে হয়। উত্তর না থাকলে আমতা আমতা করতে হয়। সত্য সমর্থক সত্যের পক্ষে জোর গলায় বেড়ুবাড়ী দানকে পরের ধনে পোদ্দারীর তালিকায় ফেলে মড়া সহর কলকাতার বিধান মণ্ডলীর কোমরের জোর দেখিয়ে আর মড়া কলকাতার মড়া হাতীর সওয়া লাখ মূল্য দেখিয়ে দিলেন। আরও বলে উঠলেন মামলাবাজ যেমন হেরেও হারতে চায় না। সত্যের কাছে মিথ্যার পরাজয় দেখেও শেষ অবধি কি হয় তা সত্যই জানেন।

নিজের বে-আব্রুর ঢাকবার জন্য আরও অবমানিত হবার আশঙ্কাও উল্লেখ করে ছাড়লেন। শেষ পর্য্যন্ত পরের ধনে পোদ্দারকে বার বৎসর আগে যে টাকাসহ অঋণী রাজ্যপ্রাপ্তি আর বর্ত্তমানে দেনার জন্য দোরে দোরে হাত পেতে মর্য্যাদা বাড়ার কথা বলিয়া সত্য কি লাঞ্ছনার ব্যবস্থা করে তা চোকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ভাতের জন্য রুটির জন্য কার দ্বারে যেতে হচ্ছে যারা শত্রু রাজ্যকে অস্ত্র দিয়া নগদ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়া তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া অন্যায়ের সহায় যারা তাদের দ্বারে হাত পাতিয়া গলা পর্য্যন্ত ঋণ-পঙ্কে নিমজ্জমান হওয়া কি সত্যের অবমাননার প্রতিফল নয়?

দুর্নীতি দমন না করাও সত্যের অবমাননা করা। তখন গাড়ী প্রায় বেলুড ষ্টেশনে—এক বুড়ো চারণ কবি ৺মুকুন্দ দাসের দলে হেম কবির রচিত এই গান গাইলেন—

সাবধান! সাবধান
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড
রুদ্র দীপ্ত মূর্ত্তিমান।
ঐ শোন তার বাজিছে কম্বু
অম্বুধি যথা উচ্ছলে,
প্রলয় ঝঞ্ঝা ইরম্মদে
বজ্র গভীর কল্লোলে—
হুঙ্কার শুনি জলদ-মন্দ্র
কাঁপিছে তারকা সূর্য্য চন্দ্র
বদ্ধ আকাশ স্তব্ধ বাতাস
কাঁপিয়া উঠিছে জগৎ-প্রাণ।
সাবধান।
ত্রিভুবন জুড়ি বিরাট দেহ—
ভাবিতেছ বুঝি—পলাবে কেহ?
এখনও চরণে শরণ লেহ,
নতুবা নাহিক পরিত্রাণ
সাবধান।

ভবিষ্যতের সংকল্প

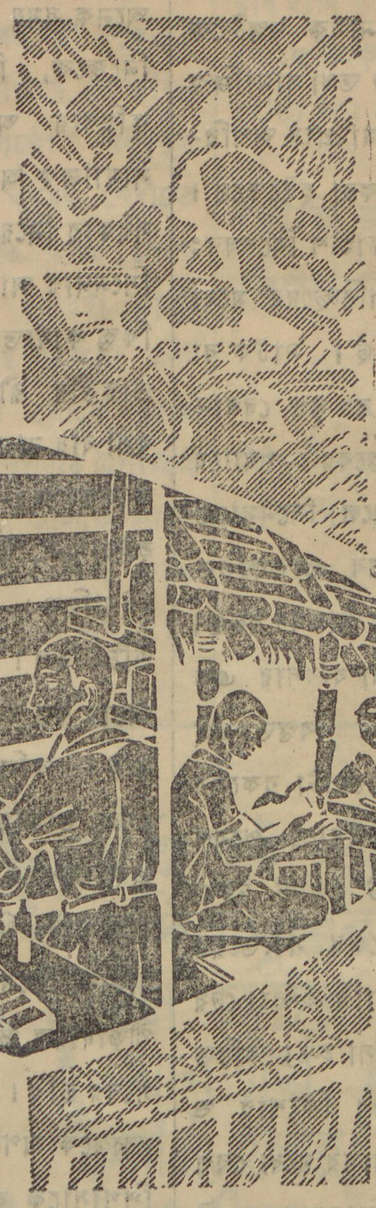

"অতীতের দাবীপূরণে ও ভবিষ্যতের সংকল্প-সাধনে প্রতি নাগরিককে তার সমগ্র শক্তি ও সামর্থ নিয়োগ করতে হবে। মাতৃভূমির লক্ষ লক্ষ শহরে ও গ্রামের কুটিরে কুটিরে প্রাণ ও আলো বিতরণের জন্য দিবারাত্র কাজ করার ব্রত আমাদের নিতে হবে। ব্যক্তি ও সমাজজীবনে যেদিন আত্মোৎসর্গের এই বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে সেইদিন সম্মুখের সকল বাধা-বিপত্তি আমরা জয় করতে পারবো।"

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
ভারতের রাষ্ট্রপতি

১৫ই আগস্ট ১৯৫৯

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

P.P. WBG 13

সিনেমা ও সমাজ

—•—

বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও ভব্যতার আলোকে আলোকিত দুনিয়া আজ। বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদে আজিকার দুনিয়া আহ্লাদিত। বিজ্ঞান তাহার উপাস্য, বিজ্ঞানের প্রসাদ তাহার একান্ত আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া আজিকার জীবনযাত্রা প্রায় অচল, বিজ্ঞানই 'সিনেমা' নামক বস্তুটীকে উপহার দিয়াছে। আজিকার সমাজ তথা সামাজিক জীবনে বিশেষতঃ নগরজীবনে সিনেমা প্রায় অপরিহার্য্য পরম আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করা হইতেছে। বস্তুতঃ নগরসভ্যতায় বর্ত্তমানে অনেকাংশে বিশেষতঃ তরুণ-সমাজের অন্ততঃ পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে সিনেমার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। নাটক বা যাত্রাভিনয় প্রভৃতিতে যে সব ঘটনা বা দৃশ্য দেখান স্বাভাবিক কারণে এখনও অসম্ভবের পর্য্যায়ে রহিয়াছে, যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সিনেমাতে ঐ সব ঘটনা বা দৃশ্যসমূহ সজীবভাবে প্রতিফলিত করিতে পারা যায়। ফলে সিনেমার আকর্ষণ বহুগুণ অধিক। ব্যবসায় হিসাবে সিনেমা-ব্যবসায় এক প্রকার লাভজনক ব্যবসায় বলা চলে। বস্তুতঃ এই ব্যবসায়ে মূল পুঁজির পরিমাণ লাগে মোটা রকমের ফলতঃ বিত্তশালী ব্যক্তিগণই এই ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে পারেন। বৎসরে কোটি কোটি টাকা সিনেমা কোং লাভ করে। সমাজের সর্ব্বস্তরের মানুষের পকেটের খানিকটা অংশ খালি করিয়া দেয় সিনেমা কোং। সিনেমা-কেন্দ্রিক সাহিত্য রচিত হইতেছে বহুল পরিমাণে। সমাজের কিশোর ও যুবক সাধারণের প্রায় অধিকাংশের মনের মধ্যে বেশ কিছুটা অধিকার করিয়া রহিয়াছে সিনেমা। এই মনোভাবের প্রতিফলন হয় তরুণ-তরুণীগণের আচার আচরণের মধ্যে। সিনেমা বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদ না হইয়া বর্ত্তমানে হইয়া দাঁড়াইয়াছে সমাজের পক্ষে অভিশাপস্বরূপ। একমাত্র ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যের চরিতার্থতার জন্য এই ব্যবসায় পরিচালিত হইতেছে, যাহার ফল হইতেছে সমাজের পক্ষে বিষময়। প্রচলিত সিনেমার মধ্যে ভালর নামগন্ধ একেবারে নাই—ইহা বলিতেছি না, কিন্তু যদি সত্যসত্যই সামান্যতম অংশ ভাল এই আখ্যা পাইবার যোগ্যতাও রাখে তাহা হইলেও অবস্থাগত্যা খারাপের হাটে সেই ভালর ভালত্ব হারাইয়া গিয়াছে। সেই ভালকে খুঁজিতে যাইয়া খারাপের কর্দ্দম গায়ে লাগিবে। একথা আজ নিঃসন্দিগ্ধ যে সামাজিক অনেক অপরাধের উৎসভূমি এই সিনেমা। সিনেমায় দেখা ঘটনা-প্রবাহ তরুণ চিত্তে এমন করিয়া নিজের স্থান করিয়া নেয়, যাহার ফলে অনেক সময় পর্দায় দেখা অভিনয়ের অভিনেতারূপে নিজেকে, নিজের জীবন-ধারাকে পরিচালিত করিবার অদম্য উৎসাহ পাইয়া বসে। ফলে সামাজিক অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়া বসে। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত সেন্সর বোর্ড রহিয়াছেন, তাঁহারা সিনেমার আপত্তিকর অংশ বাতিল করিয়া দেন। কিন্তু কার্য্যতঃ এমন সব ছবি বাহির হয় যাহাকে ভারতীয় রীতিনীতি অনুসারে আপত্তিহীন ছবি বলা যায় না। সেন্সর বোর্ডপ্রসঙ্গে কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার কয়েকটি কাগজে মৃদু আলোড়ন হইয়াছিল, উত্তরপ্রত্যুত্তর বাদ-বিতণ্ডা দুই পক্ষেই হইয়াছিল। পুলিশের পক্ষ হইতেও অভিযোগ উঠিয়াছিল। শালীনতা-বর্জিত সিনেমার বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করিবার মত আইনগত ক্ষমতা তাহাদের নাই। কলিকাতা সহরকে না হয় বাদই দেওয়া গেল, তাছাড়া যে সব সহর বা আধাসহর আছে এবং যেখানে সিনেমার অস্তিত্ব রহিয়াছে, সেখানকার রাস্তাঘাট বিদ্যালয়গৃহের দেওয়াল সর্ব্বত্রই দেখা যাইবে, সিনেমার বিজ্ঞাপন। যাহার মধ্যে মর্ম্মপীড়াদায়ক ভঙ্গিমায় থাকিবে অভিনেতা অভিনেত্রীগণের ছবি। ইহা এক ব্যাধিরূপে দেশের অন্তরের সর্ব্বস্বকে অপহরণ করিতে চাহিতেছে। নগ্নসৌন্দর্য্যপিপাসাকে বাড়াইয়া সিনেমা দেশের তরুণগণকে কোথায় লইয়া যাইবে জানি না। নারীর প্রতি মানমর্য্যাদা, শ্রদ্ধা সম্ভ্রম আজ সিনেমার প্রভাবে ধূল্যবলুণ্ঠিত। ভারতীয়জীবনে এমন বেদনা-দায়ক অবস্থা বোধ হয় আর আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। নারীশরীরের সৌন্দর্য্যের লোভ দেখাইয়া সিনেমা ব্যবসায় লোকের নিকট হইতে কোটি কোটি টাকা লুটিতেছে—কেবল অর্থই নহে, তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। সংযম মানবীয় চরিত্রের উন্নতির পরিমাপক। যে যতবেশী সংযত সে ততবেশী উন্নত—ইহা ভারতীয় জীবনধারার কথা। অন্তরের সেই সংযমের মূলে আঘাত হানিতেছে এই সিনেমা। মানুষকে পাপের পথে অন্যায়ের পথে উদ্বুদ্ধ করিয়া সিনেমা ব্যবসায় তাহার অস্তিত্বকে দৃঢ়তর করিতে প্রয়াস পাইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে রাজধানী দিল্লীর তের হাজার জননী ভারত সরকারের নিকট এক আবেদন জানাইয়াছিলেন যে তাঁহাদের পুত্রগণ সিনেমার কবলে পড়িয়াছে, তাহাদের শিক্ষাজীবন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে সিনেমার প্রভাবে।

সেই করুণ আবেদনের ফল কি হইয়াছে জানি না। আমরা বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি সরকারের পক্ষ হইতে সিনেমা-অভিনেতা-অভিনেত্রীরা পুরস্কৃত হইয়াছেন। সমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণীর সঙ্গে তাঁহারাও সরকারী খেতাব পাইয়াছেন। দেশের তরুণ জনচিত্তে যাহার ফল ভাল হইবে না। আজ তাই রূপসী গৃহস্থকন্যা সকলের অজ্ঞাতে বাহির হইতেছে বোম্বাই-এর পথে। মনে তাহার সিনেমা গগনের 'তারকা' হইবার আশা। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রের পাঠ্যগ্রন্থ যতটা না আয়ত্ত থাকে তাহা হইতে অধিক পরিমাণে থাকে সিনেমা সম্বন্ধীয় বিবরণের তালিকা মুখস্থ। ইহা তাহাদের দোষ নহে, পরিবেশ এইরূপ। এই প্রতিকূলতার মধ্যে তরলমতি কিশোর বা তরুণ কি করিয়া তাহার মনকে ঠিক রাখিতে পারিবে। সমাজ ও সরকারকে এইজন্য অগ্রসর হইতে হইবে। মিলিতভাবে প্রচেষ্টা করিলে সেই চেষ্টা যে জয়যুক্ত হইবে এখনও পর্য্যন্ত সে আশা রহিয়াছে। সিনেমাশিল্প সমাজজীবনে যে বিষময় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্রতীকার করিতেই হইবে। সমাজজীবনের প্রাণ তরুণগণ, তাহাদের তারুণ্য এইরূপ বিপথে পরিচালিত হইলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে। সিনেমা শিল্প হিসাবে থাকুক কিন্তু তাহা মানুষের সর্ব্বনাশ করিবে ইহা বরদাস্ত করা যায় না। আজ চিন্তাশীল দেশনায়কদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে। অচিরে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই অবস্থার প্রতীকার পন্থা স্থির করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবার সময় আসিয়াছে।

'পুণ্য-ভূমি'

নোটিশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটি রুলস্, ১৯৪২ এর ৮ রুলের বিধানমত বহরমপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, কান্দী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, লালবাগ সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং জঙ্গিপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড মিলিত হইয়া **'দি মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রীক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক'** নামে গত ২৫।৭।৫৯ তারিখে বঙ্গীয় কো-অপারেটিভ সোসাইটিস্ এক্ট, ১৯৪০ আইনের ১৫ ধারার বিধানমত রেজিষ্টারড্ হইয়া উক্ত দিন হইতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। উপরোক্ত চারিটি ব্যাঙ্কের যে সমুদয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ছিল তাহা উপরোক্ত (৮) রুলের বিধানমত মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রীক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড মালিক হইয়াছেন এবং উপরোক্ত চারিটি ব্যাঙ্কের দেনার সমুদয় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

উপরোক্ত মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রীক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বহরমপুরস্থ হেড অফিস, কান্দীস্থ ব্রাঞ্চ অফিস, জঙ্গিপুরস্থ ব্রাঞ্চ অফিস ও জিয়াগঞ্জস্থ ব্রাঞ্চ অফিসে ১৭।৮।৫৯ তারিখ হইতে বেলা ১০টা হইতে বেলা ৫টা পর্য্যন্ত কার্য্য করা চলিবে কিন্তু কেবলমাত্র শনিবার দিনে বেলা ১০টা হইতে বেলা ২টা পর্য্যন্ত কার্য্য চলিবে। প্রকাশ থাকে যে রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিনে উক্ত অফিসের কার্য্য বন্ধ থাকিবে। ৭।৮।৫৯

শ্রীনগেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, চেয়ারম্যান,
মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রীক্ট সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডভ।

লিভার ও পেটের পীড়ায়
কুমারেশ

মা কালি!
মাখালি মুখে
কালিমা

ডোমকল থানার অম্বরপুর গ্রামের ত্রিশ বৎসর বয়স্কা এক বিবাহিতা জেলে রমণীর উপর মা কালীর কৃপা হওয়ার খবর দেশময় রটে গেল। প্রতি মঙ্গলবার দূরের গ্রামাঞ্চলের বহু স্ত্রী পুরুষের সমাগম হতে লাগলো। মায়ের মন্দিরে প্রতিদিন ৩০৲।৪০৲ টাকা প্রণামী পড়তে লাগলো। মধুরকুল গ্রামের এক ব্যক্তি ঘরবাড়ী ছেড়ে মায়ের বেদীতে এসে জুটলো। লোকে তার অতি ভক্তি দেখে তাড়িয়ে দিল। কিছুদিন পর মেয়েটা কালী মূর্ত্তিসহ ঐ লোকটার বাড়ী গিয়ে উঠলো এবং তাহাকে বিয়ে করতে রাজী হলো। লোকে বিরক্ত হয়ে কালী প্রতিমা বিসর্জ্জন করে দেওয়ায় উপার্জ্জন বন্ধ হয়ে যায়। একজন লোক মা কালীর নামে ৫১ বিঘা জমি দান করেছিল। মেয়েটার কাণ্ড দেখে দাতার মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে বলে প্রকাশ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৭ই আগষ্ট ১৯৫৯

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

২ থাং ডিঃ রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দেং ধীরেন্দ্রনাথ রায় দাবি ১১৬১ টাকা ২৩ নঃ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে কাঞ্চনতলা ২-৭৯ শতক জমির কাত খাজনা যোগ্য আঃ ২৫৲ থং ১৩২১ স্থিতিবান স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৯

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

৫৫ থাং ডিঃ কালীপ্রসন্ন রায় দিং দেং বিশ্বনাথ চৌধুরী ওরফে দাস দাবি ১৫ টাকা ২০ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বিপ্রকালী ২-১৩ শতকের কাত ১৪৶৭॥০ নিজাংশে ২॥৶১২॥০ আঃ ৮৲ থং ৯০

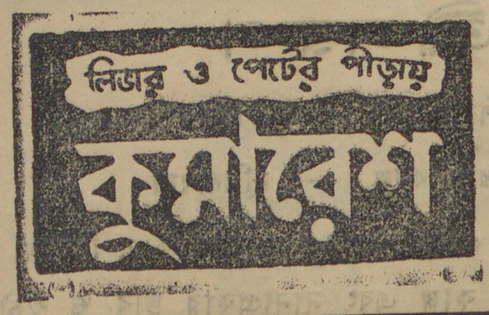

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট. কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ
কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা শ্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।